কে. এল. কাপুর

প্রোডাকসন্সের নিবেদন

তপন সিংহ পরিচালিত

আজকের ছন্নছাড়া যুগের ছবি

আতঙ্ক

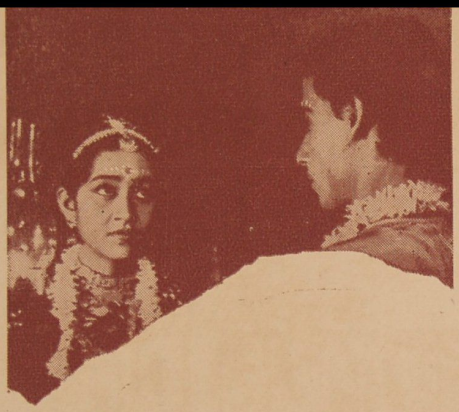

পরিবেশনা। ছায়াবাণী
কাহিনী। ইন্দ্র মিত্র
চিত্রশিল্পী। বিমল মুখার্জী
সহকারী। খিন্টু দত্ত
অমূল্য দত্ত। বীরেন মুখার্জী
ক্ষেত্রক্ষা
সম্পাদনা। সুবোধ রায়
সহকারী। নিমাই রায়
শিল্প নির্দেশক। কার্তিক বসু
সহকারী। সূর্য চ্যাটার্জী
রূপসজ্জা। শক্তি সেন
সহকারী। পাঁচু দাস
কর্মসচিব। রতন চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপক। শান্তি চৌধুরী
সহকারী। বনমালী পাণ্ডে
গৌর দাস। চৌপ বাহাদুর
শব্দযন্ত্রী। অতুল চট্টোপাধ্যায়
অনিল তালুকদার
সহকারী। রথীন ঘোষ
নিতাই। বীরেন নস্কর
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ-
পুনর্যোজনা। শ্যামসুন্দর ঘোষ
সহকারী জ্যোতি চ্যাটার্জী
ভোলা ঘোষ
সহকারী সঙ্গীত পরিচালক
অলোকনাথ দে

পটশিল্পী। কবি দাশগুপ্ত
সহকারী প্রবোধ ভট্টাচার্য
ভোলানাথ ভট্টাচার্য
আলোক সম্পাত
শম্ভু ব্যানার্জী। জগু সিং
নিতাই শীল। গুণনিধি দে
হরিপদ হাইত। শৈলেন দত্ত
দুঃখীরাম অধিকারী
সাজ-সজ্জা। যতীন কুণ্ডু
সহকারী। কানাই দাস
সিনে ড্রেস
পরিচয় লিপি। নিতাই বসু
প্রচার পরিকল্পনা
পূর্ণেন্দু পত্রী
স্থির চিত্র। ক্যাপস
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অবনী মজুমদার। বারুইপুর
বড়কুঠী রায়চৌধুরী পরিবার
মিঃ ডি, সি রায়চৌধুরী
শ্যামল চক্রবর্তী
চন্দ্রকুমার স্টোর্স
বাবুয়া চ্যাটার্জী। সুশীল চ্যাটার্জী
কে, ডি, গাঙ্গুলী
সহকারী পরিচালক।
বলাই সেন। পলাশ ব্যানার্জী
বিবেক বক্সী। অমিতাভ দাশগুপ্ত

অভিনয়ে।
স্বরূপ দত্ত
মৃণাল মুখার্জী
কল্যাণ চ্যাটার্জী
পার্থ মুখার্জী
সমিত ভঞ্জ
শ্যামল ব্যানার্জী
যুঁই ব্যানার্জী
রুমি চৌধুরী
রেণা দেবী
নীপা সেন
পূর্ণিমা দেবী
সোমা চক্রবর্তী
দিলীপ রায়
চিন্ময় রায়
সলিল দত্ত
প্রেমাংশু বসু
নৃপতি চ্যাটার্জী
সন্তোষ সিংহ
বঙ্কিম ঘোষ
সতু মজুমদার
সুখেন চক্রবর্তী
দেবু রায়চৌধুরী
সাধন সেনগুপ্ত
শুভব্রত গুপ্ত
আণবিক চ্যাটার্জী
অসীম মুখার্জী
সমীর সংকার
মধুসূদন দত্ত
রসরাজ চক্রবর্তী
শিবু দত্ত
হাসি মজুমদার
গুপী ব্যানার্জী
সুবোধ দাস
সুধীর মিত্র
স্বপন দত্ত
দিলীপ হালদার
ভানু ব্যানার্জী
রবি ঘোষ
নির্মলকুমার
সুমিতা সান্যাল
এবং
ছায়াদেবী

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিঃ-এ আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

আগন্তুক

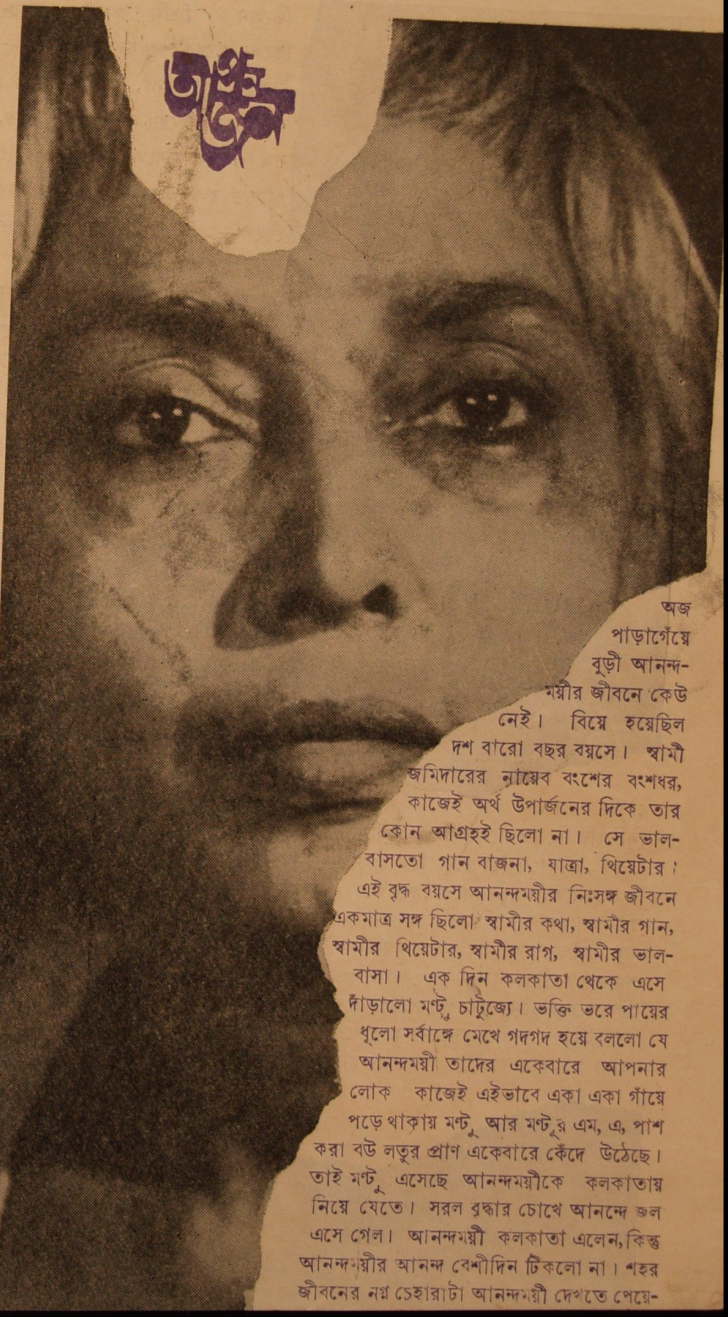

অজ পাড়াগেঁয়ে বুড়ী আনন্দময়ীর জীবনে কেউ নেই। বিয়ে হয়েছিল দশ বারো বছর বয়সে। স্বামী জমিদারের নায়েব বংশের বংশধর, কাজেই অর্থ উপার্জনের দিকে তার কোন আগ্রহই ছিলো না। সে ভালবাসতো গান বাজনা, যাত্রা, থিয়েটার। এই বৃদ্ধ বয়সে আনন্দময়ীর নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সঙ্গ ছিলো স্বামীর কথা, স্বামীর গান, স্বামীর থিয়েটার, স্বামীর রাগ, স্বামীর ভালবাসা। এক দিন কলকাতা থেকে এসে দাঁড়ালো মণ্টু চাটুজ্যে। ভক্তি ভরে পায়ের ধুলো সর্বাঙ্গে মেখে গদগদ হয়ে বললো যে আনন্দময়ী তাদের একেবারে আপনার লোক কাজেই এইভাবে একা একা গাঁয়ে পড়ে থাকায় মণ্টু আর মণ্টুর এম, এ, পাশ করা বউ লতুর প্রাণ একেবারে কেঁদে উঠেছে। তাই মণ্টু এসেছে আনন্দময়ীকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। সরল বৃদ্ধার চোখে আনন্দে জল এসে গেল। আনন্দময়ী কলকাতা এলেন, কিন্তু আনন্দময়ীর আনন্দ বেশীদিন টিকলো না। শহর জীবনের নগ্ন চেহারাটা আনন্দময়ী দেখতে পেয়ে-

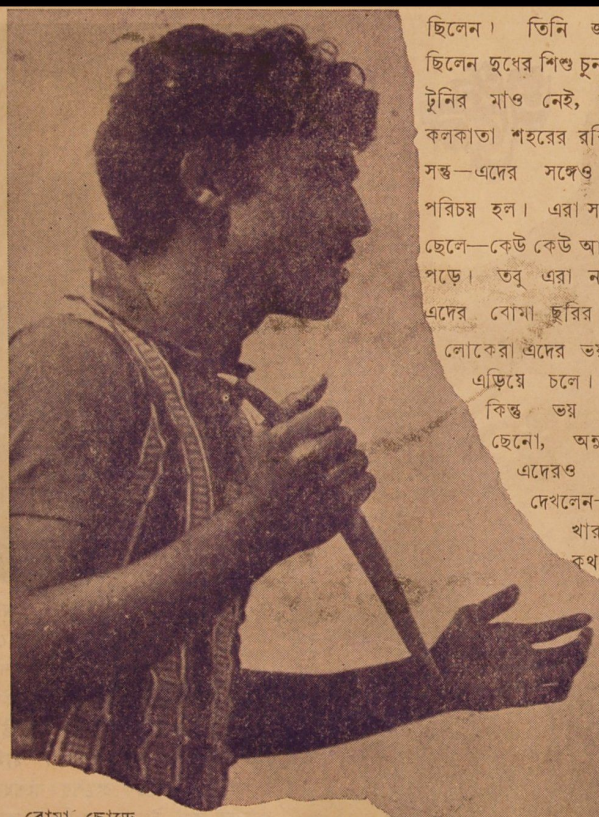

ছিলেন। তিনি জানতে পেরে-
ছিলেন দুধের শিশু চুনচুন আর টুন-
টুনির মাও নেই, বাবাও নেই।
কলকাতা শহরের রবি, ঝিণ্টু, মান্তু,
সন্তু—এদের সঙ্গেও আনন্দময়ীর
পরিচয় হল। এরা সবাই ভদ্রঘরের
ছেলে—কেউ কেউ আবার কলেজেও
পড়ে। তবু এরা নাকি মস্তান—
এদের বোমা ছুরির জন্যে পাড়ার
লোকেরা এদের ভয় করে, সযত্নে
এড়িয়ে চলে। আনন্দময়ীর
কিন্তু ভয় করে না।
ছেনো, অনুকূল, ভোলা
এদেরও আনন্দময়ী
দেখলেন—এরাও নাকি
খারাপ ছেলে।
কথায় কথায় তারা
মারামারি
করে,
বোমা ছোড়ে,
নির্বিকার চিত্তে লোকের পেটে ছুরি চালিয়ে
দেয়। এই ভাবে সুখে দুঃখে দিন কাটছিলো আনন্দময়ীর
কিন্তু অনাথ শিশু চুনচুনকে কেন্দ্র করে একদিন সব যেন কি
রকম গোলমাল হয়ে গেল। চুনচুনকে খেতে দেওয়া নিয়ে
লতু বিশ্রীভাবে অপমান করলো আনন্দময়ীকে। আনন্দময়ী
সহ্য করতে পারলেন না—চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উত্তে-
জিত হয়ে চুনচুনের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন তাঁর পরমাত্মীয়ের
বাড়ী থেকে। তারপর চুনচুনের হাত ধরে আশ্রয় নিলেন এক
ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ীতে। পাড়ার রবি, মিণ্টু সন্তুরা

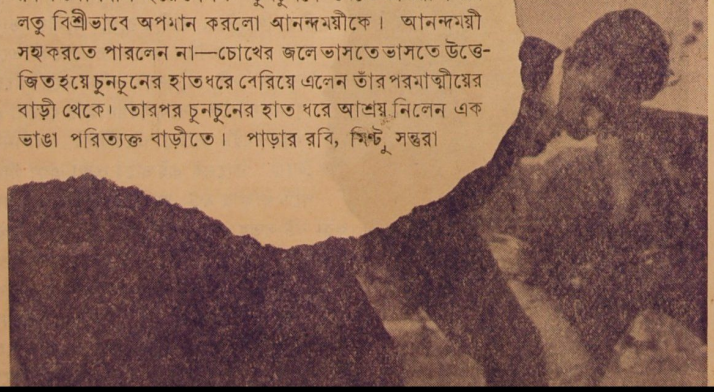

সন্ধ্যের পর রোজ এখানে এসে
আড্ডা মারে, জুয়ো খেলে—আবার
ভগ্নস্তূপের আড়ালে ছুরি, বোমা
এমনকি পিস্তলও লুকিয়ে রাখে।
চুনচুন টুনটুনির মত রবি সন্তুরাও
আনন্দময়ীকে ঠাকুমা বলে ডাকে।
প্রতিদিনের মেলামেশায় আনন্দময়ী
যেন সত্যি সত্যিই ছেলেগুলোর
ঠাকুমা হয়ে উঠলেন। ছেলে-
গুলো কোনদিন ফলমূল, কোন-
দিন খই দুধ, কোনদিন বা
মিষ্টি নিয়ে আসে ঠাকুরমার
জন্যে।
আনন্দময়ী দেখেন আর
ভাবেন। পাড়ার
লোকেরা এদের
ভয় করে,
এরা নাকি

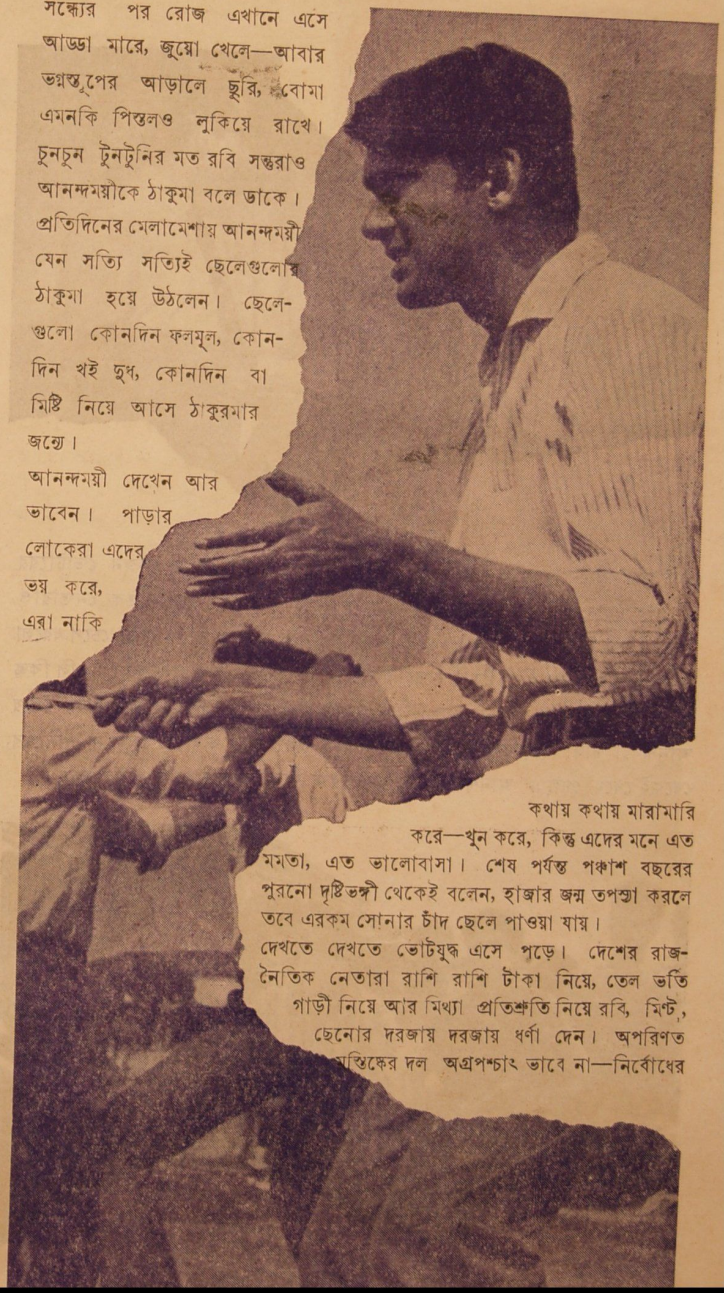

কথায় কথায় মারামারি
করে—খুন করে, কিন্তু এদের মনে এত
মমতা, এত ভালোবাসা। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের
পুরনো দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বলেন, হাজার জন্ম তপস্যা করলে
তবে এরকম সোনার চাঁদ ছেলে পাওয়া যায়।
দেখতে দেখতে ভোটযুদ্ধ এসে পড়ে। দেশের রাজ-
নৈতিক নেতারা রাশি রাশি টাকা নিয়ে, তেল ভর্তি
গাড়ী নিয়ে আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়ে রবি, মিণ্টু,
ছেনোর দরজায় দরজায় ধর্ণা দেন। অপরিণত
মস্তিষ্কের দল অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না—নির্বোধের

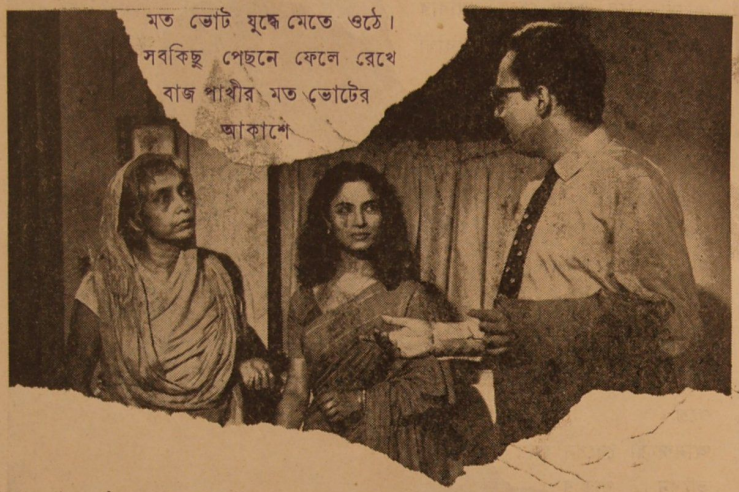

ভোটারের সন্ধানে দিনরাত চক্কর খেতে থাকে। চক্কর খেতে খেতে একজন ভোটারের ওপর বিবদমান রবি আর ছেনো একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজনৈতিক নেতারাও পেছন থেকে ইন্ধন জোগালেন। রবি তার দল নিয়ে ছেনোর দলের টুটি চেপে ধরলো —ছেনোও তার দল নিয়ে তৈরী হয়েই এসেছিলো। সেও পিস্তল চালালো। গুলি কিন্তু রবির গায়ে লাগলো না—লাগলো বৃদ্ধা আনন্দময়ীর বুকে। দাঙ্গা লাগার খবর পেয়ে আনন্দময়ী দাঙ্গা ছাড়াতে আসছিলেন। কিন্তু দাঙ্গা আর থামাতে হোল না—নিজের থেকেই থেমে গেল। আনন্দময়ী তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে দাঙ্গার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

(১)

জননী গো লহো তুলে বক্ষে
সান্ত্বন বাস দেহো তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো
কাণ্ডারী নাহিক কমলা
দুঃখ লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী
কাল সাগর কম্পন দর্শে
তোমার অভয় পদস্পর্শে নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষে
জননী গো লহো তুলে বক্ষে
সান্ত্বন বাস দেহো তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো

(২)

আলো আমার আলো ওগো
আলো ভুবন ভরা
আলো নয়ন ধোওয়া আমার
আলো হৃদয় হরা
নাচে আলো নাচে ওভাই
আমার প্রাণের কাছে
বাজে আলো বাজে ওভাই
হৃদয় বীণার মাঝে
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা
আলো আমার আলো
ওগো আলো ভুবন ভরা
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি
আলোর ঢেউএ উঠলো মেতে
মল্লিকা মালতী
মেঘে মেঘে সোনা ওভাই
যায়না মাণিক গোণা
পাতায় পাতায় হাসি ওভাই
পুলক রাশি রাশি
সুর নদীর কূল ডুবেছে সুধা
নিঝর ঝরা।

(৩)

দামিনীর লক্ষ জ্বালার ঝলকানিতে
শিউলি কাঁপে হায়
দেউলে শেষের প্রদীপ হয়নি দেওয়া
মজনু ফিরে যায়

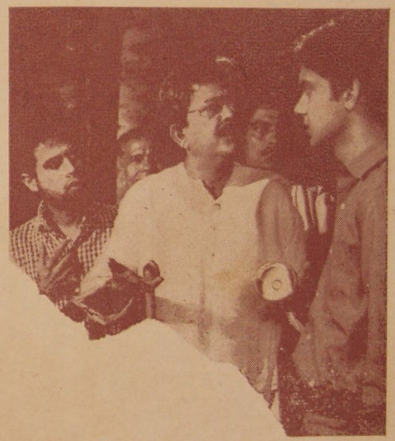

কেন হায় মজনু ফিরে যায়
চাঁদিমায় হাসনুহানা হাসছে দেখ লজ্জা নাহি পায়
দেউলে শেষের প্রদীপ হয়নি দেওয়া মজনু ফিরে যায়
কেন হায় মজনু ফিরে যায়
বাদলা রাতে কাজলা আঁখি ঝরে
বুঝি কার মন কেমন করে
বাগিচায় ফুল ফোটার খেলা আকাশে সিতারার মেলা
প্রীতমের রাত জাগার পালা হলো শেষ এই অবেলায়
দেখ গো লজ্জাবতী লজ্জা পেয়ে ঘোমটা টানে হায়
দেউলে শেষের প্রদীপ হয়নি দেওয়া মজনু ফিরে যায়
কেন হায় মজনু ফিরে যায়।

কে. এল. কাপুর প্রোডাকসন্সের

দ্বিতীয় নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী

অবলম্বনে

সংগীত ও পরিচালনা

অরুন্ধতী দেবী

চিত্রালী প্রেস। রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা। ৮১, বিধান সরণি, কলি-৪ থেকে মুদ্রিত।